দৈনিক ইনকিলাব

038

তারিখ 09 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

ভর্তি সমস্যা প্রসঙ্গে

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার আশা পোষণ করে-তাদের জন্য এ বছরটি একটি চ্যালেঞ্জের বছর। প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা যেভাবে প্রকট হতে প্রকটতর হচ্ছে তাতে প্রতিটি সচেতন মানুষকে চিন্তিত করে তুলেছে। তার উপরে এবারের মেডিক্যাল কলেজসমূহে ভর্তি পরীক্ষায় ওয়েটিং লিস্ট না রাখায় সে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করছে। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেশ কিছু ছাত্র প্রতি বছরই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে পরে চলে যায়। ফলে কিছু সংখ্যক আসন খালি থেকে যায় যা ওয়েটিং লিস্টের ছাত্রদের দ্বারা পূরণ করা হয়। কিন্তু এবার আর সে সুযোগ রাখা হয়নি। মেডিক্যাল কলেজে আসন থাকা সত্ত্বেও ওয়েটিং লিস্ট না রেখে ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ না দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। আর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে তার চেয়েও কঠোর শর্তারোপ করা হয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের একটি মূল্যবান এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এটা এ দেশের সব মুসলমান অভিভাবকেরই অনেক দিনের আশা। আর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এ সুপ্ত বাসনা নিয়ে এ দেশের প্রতিটি মুসলমান ছাত্রই তাকিয়ে আছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। কিন্তু এ বছরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেখে সবাই হতাশ ও হতোদ্যম হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা দেখে সবাই বুঝতে পেরেছে তাদের সুপ্ত বাসনা সফল হওয়ার নয়। এ দেশের প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছরই লক্ষাধিক ছাত্র উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার বাসনা নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। এ বছর শুধুমাত্র কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে লক্ষাধিক এবং মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পাস করেছে কয়েক হাজার ছাত্র। অথচ তাদের মধ্য থেকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মাত্র ৮৮০ জন ছাত্রকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। যখন ছাত্রদের ভর্তি সমস্যা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বাড়ানো এবং নাইট শিফট চালু করার চিন্তা-ভাবনা চলছে, তখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত বছর থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে এবং আসন সংখ্যা ছিল ৩০০টি। এক বছর অতিক্রম করতে না করতেই আসন সংখ্যা ৩০০ থেকে কমিয়ে ২২০-এ আনা হয়েছে এবং তার সাথে করা হয়েছে কঠোর শর্তারোপ।

তাই মেডিক্যাল কলেজসমূহের কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আবেদন, ওয়েটিং লিস্ট রেখে ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়া হোক। আর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা না কমিয়ে বাড়ানোর জন্য এবং যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রতিটিতে অন্ততঃ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে বিবেচনার জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

— মোঃ জাহাঙ্গীর আলম